ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 142 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪২ ● কলকাতা ● ১২ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ২৭ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

উচ্চপর্যায়ের কমিটি' গঠন করতে চলেছে কেন্দ্র, ঘোষণা শাহের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনুপ্রবেশের কারণে বারবার দেশের জনবিন্যাস বদলের অভিযোগ করেছে কেন্দ্র। এবার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গঠন করা হল "ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন" সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটি"। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট যে কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, সরকার এখন সেই কমিটি গঠন করেছে।কমিটি সম্পর্কে বিস্তারিত ঘোষণা করে তিনি লেখেন, ''অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকরের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটিতে জনগণনা কমিশনারের পাশাপাশি সদস্য হিসেবে থাকবেন শ্রী দুর্গা শঙ্কর মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত IAS), শ্রী বালাজি শ্রীবাস্তব (অবসরপ্রাপ্ত IPS) এবং ড. শমিকা রবি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ সচিব (Foreigners-I) এই কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জনবিন্যাস শুধু আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্যই নয়, জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং জনজাতি সমাজের সুরক্ষার সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত একটি

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 301

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি বলেছিলেন, "আমি আমার সর্বস্ব তোকে দিয়ে দিয়েছি।" এই গুরুদেব যা বলছেন তা সম্ভবত ঐ সবই হবে। কারণ শিববাবা বলেছিলেন- আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছি। যখন কিনা আমার, স্বয়ং নিজে আমি কিছু প্রাপ্ত করেছি এরকম কিছুই লাগেনি।

ক্রমশঃ

চোরচিতা-নোটা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় কালবৈশাখীর ক্ষয়ক্ষতি, ভাঙলো ৪০টি কাঁচা বাড়ি, উদ্ধার কাজে বিজেপি নেতা তাপস সুঁই

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

গরমের দাপটের মাঝেই আচমকা কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল জঙ্গলমহলের একাধিক এলাকা। কয়েক মিনিটের প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ। কোথাও উপড়ে পড়েছে বিশাল গাছ, কোথাও আবার ভেঙে গিয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি ও কাঁচা বাড়ি। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের নোটা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটা, আশকোলা এবং চোরচিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের চোরচিতা, ভামাল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আচমকাই শুরু হয় প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যেই কালবৈশাখীর দাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ের জেরে প্রায় ৪০টি কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে এবং বড় বড় গাছ রাস্তার উপর উপড়ে পড়ে থাকায় একাধিক গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন একটি বাড়ির উপর বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাড়ির দেওয়ালের একটি অংশ ভেঙে এক শিশুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর পেয়ে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির নয়াগ্রাম পাঁচ মণ্ডলের সভাপতি তাপস সুঁই-সহ দলের কর্মী ও সমর্থকরা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি দুর্গত মানুষদের জন্য খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থাও করা হয়।

সোমবার রাত থেকেই এবং মঙ্গলবার সকাল থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকা বড় বড় গাছ কেটে সরানোর কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বিজেপি নেতা তাপস সুঁই জানান, বিষয়টি এলাকার বিধায়ক অমিয় কিস্কু ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' ভাবনাকে সামনে রেখেই দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে।"

এলাকায় এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বিদ্যুৎ পরিষেবা। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় পানীয় জল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এখনও বহু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ চিত্র সামনে আসেনি।

ফালাকাটায় বিজেপির 'বুলডোজার বিজয় মিছিল, রাস্তাজুড়ে উৎসবের আবহ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়েই শুরু হয় এদিনের বিজয় মিছিল। বাংলায় বিজেপির ব্যাপক নির্বাচনী সাফল্যের পর এবার ফালাকাটায় দেখা গেল অভিনব বিজয় মিছিল। মঙ্গলবার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বুলডোজারকে প্রতীকী রূপ দিয়ে বিশাল বিজয় ব্যালির আয়োজন করে বিজেপি নেতৃত্ব। মিছিলকে ঘিরে শহরজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ।এই ব্যালির নেতৃত্ব দেন বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা। সম্প্রতি ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন। সেই জয়ের আনন্দে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস যেন উপচে পড়ে রাস্তায়। রাজনৈতিক মহলে বর্তমানে 'বুলডোজার' এক বিশেষ প্রতীকে পরিণত হওয়ায়, সেই বুলডোজারকেই সামনে রেখে মিছিল বের করা হয়। ধূপগুড়ি মোড় থেকে শুরু হওয়া এই বিজয় মিছিল গোটা ফালাকাটা শহর পরিক্রমা করে কলেজপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে অংশ নেন প্রায় দু'হাজারেরও বেশি বিজেপি সমর্থক ও কর্মী। হাতে দলীয় পতাকা, মুখে স্লোগান-গোটা শহর জুড়ে তৈরি হয় এক উচ্ছ্বাসমুখর পরিবেশ। মিছিলের বিভিন্ন মুহূর্ত ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা যায় কৌতূহল ও উৎসাহ। বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, "ফালাকাটার মানুষ আমাদের উপর যে আস্থা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বিজয় মিছিল শুধু নির্বাচনী সাফল্যের উদযাপন নয়, বরং আগামী দিনের রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট করে দিল ফালাকাটার বিজেপি নেতৃত্ব।

হুমকি দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার শিয়াখালা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি

এখনো একমাস হয়নি তৃণমূল সরকারের পতনের পর রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্বভার নিয়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হচ্ছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পুরনো অভিযোগ গুলির তদন্তে নেমে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

হুমকি দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার শিয়াখালা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি

শিয়াখালার দোদণ্ড প্রতাপ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সূর্যকান্ত ঘোষালকে দুর্নীতি তোলাবাজি ও ভোট পরবর্তী হিংসার একাধিক অভিযোগে পুলিশ শিয়াখালার একটি সেলুন থেকে তাকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আড়াই কোটির গাড়িতে চেপে ৪৫ টাকার সরকারি গামলা চুরি, চটে লাল মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বরাবরই কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জনপ্রিয় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্নীতি দমনে তাঁকে অনুসরণ বহু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি তিনি একটি অনুষ্ঠানে সম্পত্তি ভাঙচুর ও চুরির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানাচ্ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ এমন একটি মন্তব্য করেন যা শুনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে হেসে ওঠেন।মুখ্যমন্ত্রী চোরদের সতর্ক করে জানান, এখন সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং নজরদারি সর্বদা চলছে। সেই নজরদারির সময়েই জানা যায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের একটিগাড়িতে আসা লোকেরা ফুলের টবটি চুরি করেছে। যোগী বলেন, যদি সেই লোকেরা একটি নতুন ফুলের টব কিনে নিজেদের বাড়িতে লাগাত, তাহলে তাদের সম্মান বজায় থাকত এবং শহরটিও সুন্দর দেখাত। মুখ্যমন্ত্রী হেসে এটাও বলেন যে তিনি একবার মোড়ে মোড়ে ফুলের টব চোরদের ছবি টাঙিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। যোগী আদিত্যনাথের কথায়, সরকারি সম্পত্তি কোনো এক ব্যক্তির নয়, বরং তা জনগণের করের টাকায় নির্মিত হয়। তাই এর ক্ষতি করা বা চুরি করা অন্যায়। তিনি শহরকে সুন্দর করার কাজে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করাকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করতে জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসন শহরকে সুন্দর করার জন্য রাস্তার ধারে ফুলের টব লাগায়, কিন্তু কিছু লোক সেগুলোও চুরি করে। এর পরেই যোগী আদিত্যনাথ বলেন সম্প্রতি এমন একটা ঘটনা সামনে এসেছে যা দেখে তিনিও হতবাক হয়ে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আড়াই কোটি টাকার একটি গাড়িতে ভ্রমণ করা কিছু ব্যক্তি ৪৫ টাকা মূল্যের একটি ফুলের টব বা গামলা চুরি করেছে। এটিকে চুরির ঘটনাকে একটি নতুন ধাঁচ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই গাড়িতে যাতায়াতের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে, তা দিয়ে অনেকগুলো নতুন ফুলের টব কেনা যেত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা একটা ফুলের টব লাগাই, আর কেউ একজন গাড়িতে করে এসে সেটা নিয়ে যায়। এখন ভাবুন, গাড়িতে যে পরিমাণ জ্বালানি খরচ হয়, তা দিয়ে আমরা একটা নতুন ফুলের টব কিনতে পারতাম। কিন্তু এটা চুরির একটা নতুন ধরন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

৮০ লক্ষ টাকা-সহ হোটেলে আটক পুরপ্রধান, ত্রাণ কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের দুই জেলায় গ্রেফতার তৃণমূলের দুই জনপ্রতিনিধি। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী, নগদ টাকা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সামগ্রী। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার দূর্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম আড়ির বাড়ি থেকেও বিপুল সরকারি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির গুদামে সরকারি ত্রাণ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সোমবার রাতভর স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরে প্রশাসনের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে কম্বল, ত্রিপল, পান-বরজের চট এবং মাছের খাবার-সহ নানা সামগ্রী উদ্ধার হয়। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের অভিযোগের ভিত্তিতে গৌতমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দুই ঘটনাকে ঘিরে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কুরবানির পশু কিনতে গিয়ে মহিষের গুঁতোয় প্রাণ হারালেন ২ ক্রেতা

সাধারণ দিনের মতোই জমে উঠেছিল কুরবানির পশুর হাট। কিন্তু আচমকা এক মহিষের বেপরোয়া হামলায় মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা একটি মহিষের তাণ্ডবে প্রাণ হারান দুজন, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সানন্দবাড়ী পশুর হাটে।মহিষের আক্রমণে অন্তত ছয় জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত হন সানন্দবাড়ী এলাকার চর মাদার গ্রামের মজিবুর রহমান (৫৫) ও কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার জাউনিয়ার কড়াইডাঙ্গীপাড়া গ্রামের রুহুল আমিন (৫৮)। আহতদের দ্রুত দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুহুল আমিনের মৃত্যু হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মজিবুর রহমানকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই সোমবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দেওয়ানগঞ্জ থানার ওসি আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চর আমখাওয়া ইউনিয়নের সানন্দবাড়ী কুরবানির পশুর হাটে বিক্রির জন্য কয়েকটি মহিষ নিয়ে আসেন আকন্দপাড়া গ্রামের এক ব্যবসায়ী। হাটে আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মহিষ আচমকা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এরপর গোটা হাটজুড়ে ছুটোছুটি শুরু করে মহিষটি। সামনে যাকেই পাচ্ছিল তাকেই আক্রমণ করছিল। হঠাৎ এমন ঘটনায় হাটে উপস্থিত মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সতেরোতম পর্ব)

একবার চণ্ডী তাঁকে পদাঘাত করলে তিনি তাঁর বিষদৃষ্টি হেনে চণ্ডীকে অজ্ঞান করে দেন। শেষে মনসা ও চণ্ডীর কলহে হতাশ হয়ে শিব মনসাকে পরিত্যাগ করেন।এবং মনসাকে বনবাসে দেয়া হয়। দুঃখে শিবের চোখ থেকে যে জল পড়ে সেই জলে জন্ম হয় মনসার সহচরী নেতার।পরে জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু চণ্ডী মনসার ফুলশয্যার রাতটিকে ব্যর্থ করে দেন। তিনি মনসাকে উপদেশ দিয়েছিলেন সাপের অলঙ্কার পরতে আর বাসরঘরে ব্যাঙ ছেড়ে রাখতে যাতে সাপেরা আকর্ষিত হয়ে তাঁর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

৮০ লক্ষ টাকা-সহ হোটেলে আটক পুরপ্রধান, ত্রাণ কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে।উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে সোমবার গভীর রাতে গ্রেফতার করে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা এবং সরকারি ত্রাণের জন্য বরাদ্দ একাধিক ত্রিপল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। কয়েকদিন ধরে তিনি পুরসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে খবর, তার কাছে পোশাক ও ওষুধভর্তি দুটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, দীর্ঘদিন আত্মগোপনের পরিকল্পনাই করেছিলেন তিনি। এর আগেই একটি তৃণমূল কার্যালয় এবং একটি বাগানবাড়ি থেকে প্রায় ৪ হাজার সরকারি ত্রিপল উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনায় সিপিএম ও বিজেপি পৃথক অভিযোগ দায়ের করে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এমন লোক খুব কমই আছে যে শনির নাম শুনে ভীত হয় না । সূর্য দেবের নয় পুত্র এর মধ্যে শনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূর্য দেবের পত্নী ছায়ার পুত্র শনি দেবের গায়ের বর্ণ কালো । শনি ছোট বেলা থেকে বদ মেজাজি ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বনসল-'দাওয়াই' জেলা স্তরে বাড়াতে চলেছে পদ্মের নিয়ন্ত্রণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জেলা সভাপতিরা যাতে নিজের নিজের জেলায় একতরফা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দল চালাতে না-পারেন, তার জন্যই এই নতুন বন্দোবস্ত। কিন্তু পরে বোঝা গিয়েছে, লক্ষ্য অন্য। বাম জমানায় সরকার তথা প্রশাসন এবং দল (সিপিএম) তথা সংগঠনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সীমারেখা আপাতদৃষ্টিতে বহাল রাখা হত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে যেমন তৃণমূল আর প্রশাসন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, বামফ্রন্ট শাসনে আপাতদৃষ্টিতে অন্তত তেমনটা হত না। সরকারি সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপের কথা জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেরা মহাকরণ থেকে ঘোষণা করতেন। আর দলীয় নীতি বা সিদ্ধান্ত ঘোষিত হত আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মুজফ্ফর আহমেদ ভবন থেকে। প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন দাশগুপ্ত, অনিল বিশ্বাস, বিমান বসুরাই সে সব করতেন। যদিও বিরোধী শিবির বরাবরই অভিযোগ করত যে, সিপিএম রাজ্য প্রশাসনের 'চূড়ান্ত রাজনৈতিকীকরণ' ঘটিয়েছে। 'দলদাস পুলিশ' বা 'শিক্ষায় অনিলায়ন' গোছের শব্দবন্ধের উদ্ভব সে সময়েই।

পদ্ম জমানায় জেলায় জেলায় বিজেপির নতুন কোর কমিটিগুলি বামেদের দেখানো সেই পথেই হাঁটবে কি না, তা এখনও বলার সময় আসেনি। তবে এই কমিটিগুলি সরকারি কাজকর্ম বা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যে রকম সিদ্ধান্ত নেবে, তার প্রভাব যে স্থানীয় প্রশাসনের গতিবিধির উপরে থাকবে, সে কথা বিজেপি নেতারাও অস্বীকার করছেন না।প্রথমে গড়েছিলেন সংগঠনের ভিত। তার পরে মাসের পর মাস ধরে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে সংগঠনের কাঠামোকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। সংগঠনকে মজবুত করেছিলেন। তাই গত ১৫ মে সুনীল বনসল যখন রাজ্য বিজেপি-কে জেলায় জেলায় কোর কমিটি গড়ার নির্দেশ দিলেন, তখন সকলে ভেবেছিলেন, সংগঠনকে আরও মজবুত করার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। কিন্তু কমিটি গড়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে স্পষ্ট হল, এ বারের নির্দেশ শুধুমাত্র সাংগঠনিক 'শক্তিবৃদ্ধি' সংক্রান্ত নয়। এ নির্দেশ আসলে সংগঠনের 'প্রভাব বৃদ্ধি'র লক্ষ্যে। জেলায় জেলায় দল এবং প্রশাসনের মধ্যে অদৃশ্য অথচ মসৃণ সমন্বয় তৈরির করতে চলেছে বিজেপির এই নতুন জেলা কোর কমিটিগুলি।

কোর কমিটি গড়ার জন্য বনসল ১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। ২৫ মে-র মধ্যে সব জেলায় কমিটি গড়ে ফেলতে হবে বলে গত ১৫ মে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রায় সর্বত্রই কমিটি সদস্যদের নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, এই কমিটির সদস্য কারা হবেন, তা নিজেদের মতো করে বাছাই করার কোনও অবকাশ নেই। নেতৃত্বই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জেলা সভাপতি, জেলা পর্যবেক্ষক, জেলা সাধারণ সম্পাদকেরা কমিটিতে থাকবেন। আর থাকবেন ওই সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কেরা।

বনসলের নির্দেশ জারি হওয়ার পরে অনেকে ভেবেছিলেন যে, জেলা সভাপতিরা যাতে নিজের নিজের জেলায় একতরফা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দল চালাতে না-পারেন, তার জন্যই এই নতুন বন্দোবস্ত। আগে দল ছোট ছিল, বিধায়ক সংখ্যা কম ছিল। এখন তা বেড়ে প্রায় আগের তিনগুণ হয়েছে। তাই নানা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে এখন থেকে জনপ্রতিনিধিদের মতামতের গুরুত্ব যাতে বাড়ে, বনসল বা শমীক ভট্টাচার্যেরা তা নিশ্চিত করতে চাইছেন বলে অনেকে প্রথমে মনে করছিলেন। কিন্তু বিজেপি সূত্রে পরে জানা গিয়েছে যে, আসলে দল এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হল মূল লক্ষ্য।

গত ৪ মে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে। তার পর থেকে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলির তৃণমূল সদস্য বা প্রধানেরা কার্যত 'অকেজো' হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। কেউ দফতরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। কেউ ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে, কেউ দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। একাধিক পুরসভায় তৃণমূল কাউন্সিলরদের গণইস্তফার ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। এ-হেন পরিস্থিতিতে পুর পরিষেবা বা পঞ্চায়েতি কাজকর্ম যাতে বন্ধ না-হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে সরকার এবং বিজেপি। সর্বত্র সরকারি পরিষেবা মসৃণ রাখতে বিধায়কেরা উদ্যোগী হবেন বলে রাজ্যের নতুন শাসকদলের তরফ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। বিধায়কেরা সে কাজে তৎপরও হয়েছেন। বিজেপির জেলা কোর কমিটিগুলি সেই উদ্যোগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে খবর।

কোর কমিটি গঠনের লক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে একাধিক জেলা সভাপতি জানাচ্ছেন, সংগঠনের সঙ্গে বিধায়কদের সমন্বয় তৈরি করতেই এই কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কারণ, জেলায় জেলায় বা রাজ্য স্তরে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদে রয়েছেন, এ বারের ভোটে তাঁদের টিকিট না-দেওয়ার নীতি নিয়েছিল বিজেপি। অপরপক্ষে, যাঁরা টিকিট পেয়েছেন এবং জিতে বিধায়ক হয়ে এসেছেন, সংগঠনে তাঁরা কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই। তাই সাংগঠনিক পদাধিকারীরা এবং বিধায়কেরা যদি নিজেদের মতো চলতে থাকেন, তা হলে দুটো সমান্তরাল ধারা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও প্রশাসনিক বা সরকারি কাজের বিষয়ে দল কী নীতি নিয়েছে, সে বিষয়ে বিধায়কেরা অবহিত না-থাকতে পারেন। আবার বিধায়কেরা নিজের নিজের এলাকায় প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান কী ভাবে করছেন, সে বিষয়ে সংগঠন অন্ধকারে থাকতে পারে। এই পরিস্থিতি এড়াতেই কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের ব্যাখ্যা। কোর কমিটির বৈঠকে যে কোনও কাজের বিষয়ে দলের নীতি তথা নির্দেশ বিধায়কদের কাছে পৌঁছে যাবে। আবার প্রশাসনিক গতিবিধির খোঁজখবরও বিধায়কদের মাধ্যমে দলের কাছে পৌঁছে যাবে। এতে শুধু সংগঠন এবং বিধায়কদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে না, তার সঙ্গে এলাকায় এলাকায় প্রশাসনিক গতিবিধির উপরে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের নজরদারি তথা নিয়ন্ত্রণও সুনিশ্চিত হবে।

পুলিশের হাতে আটক হলেন সাদা খাতা জমা দিয়ে পাশ করা BDO

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার রাতে নিউটাউনের ইকোপার্ক থানা এলাকায় এক পথচারীকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারেন সল্টলেকের স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণ। প্রকাশ্যে সেই ভিডিও-ও। ভিডিওটি শেয়ার করেন সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্তও। তিনি লেখেন, 'নিউটাউনে পুলিশের হাতে আটক হলেন সাদা খাতা জমা দিয়ে পাশ করা BDO প্রশান্ত বর্মন।২৩ জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। স্থানীয় আদালতে, যেখানে এই মামলা বিচারাধীন, সেখানেই তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ গত ২২ ডিসেম্বর প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল। আত্মসমর্পণের পর তিনি জামিনের আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু তার কোনওটাই হয়নি। এরপরই গত ডিসেম্বর মাসেই প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল বিধাননগর আদালত। কিন্তু সেই নির্দেশও গ্রাহ্য করেননি প্রশান্ত। নিজেই জামিনের আবেদন নিয়ে পৌঁছে যান সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তিনি ধাক্কা খান।হাইকোর্টে ওনার বিরুদ্ধে এই নিয়ে মামলাও চলছে। তবে উনি একা নন, দুর্নীতির সাহায্যে WBCS চাকরি পাওয়ার তালিকায় আরো কয়েকজনের নাম আছে। সেই নিয়ে অতীতে লাগাতার আন্দোলন হয়েছে পিএসসি দুর্নীতি মুক্ত মঞ্চের উদ্যোগে। এই প্রশান্ত বর্মন আরো নানান কেসে জড়িত ছিলেন। পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না কেন?' (মূল পোস্টের বানান অপরিবর্তিত, ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি নিউজ১৮ বাংলা)পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের বাসিন্দা এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের অভিযোগ, সল্টলেকের দত্তাবাদের দোকান থেকে স্বপন কামিল্যা নামে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করে খুন করেছেন রাজগঞ্জের বিডিও। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও। খুনে অভিযুক্ত বিডিও কে ইকো পার্ক থানায় নিয়ে যাওয়া হয় সোমবার।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণ করেননি রাজগঞ্জের বিডিও। অভিযুক্ত বিডিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় এবার আর গ্রেফতারিতে কোনও বাধা ছিল না পুলিশের। আগেই রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আজ শুক্রবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল এবং বিচারপতি বিজয় বিষণইয়ের বেঞ্চ।

(১ম পাতার পর)

উচ্চপর্যায়ের কমিটি' গঠন করতে চলেছে কেন্দ্র, ঘোষণা শাহের

গুরুতর বিষয়। এই কমিটি অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণের ফলে সমগ্র ভারতে ঘটে চলা জনমিতিক পরিবর্তনের ব্যাপক মূল্যায়ন করবে। পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়ভিত্তিক অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ধরণ বিশ্লেষণ করে এর সুপরিকল্পিত ও সময়বদ্ধ সমাধানের প্রস্তাবও দেবে।''এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এই কথা জানালেন খোদ অমিত শাহ।

জানা গিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নোয়েলকরের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকবেন জনগণনা কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস কর্মকর্তা দুর্গা শঙ্কর মিশ্র, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস কর্মকর্তা বালাজি শ্রীবাস্তব এবং ড. শমিকা রবি। এছাড়া, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স-I বিভাগের যুগ্ম সচিব এই কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এই কমিটি অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণের ফলে হওয়া জনবিন্যাস বদলের বিস্তৃত মূল্যায়ন করবে। পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়ভিত্তিক অস্বাভাবিক জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধরণ বিশ্লেষণ করবে এবং এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত ও সময়ানুবর্তিত সমাধান কেন্দ্রকে জানাবে।

এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, ''অনুপ্রবেশ ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট অস্বাভাবিক জনভিত্তিক পরিবর্তন যে কোনও দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 'হাই-লেভেল কমিটি অন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ'-এর ঘোষণা করেছিলেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সরকার এই কমিটির গঠন সম্পন্ন করেছে।''

সিনেমার খবর

বয়স নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের শক্তিশালী অভিনেত্রী তাবাসসুম ফাতিমা হাশমি ওরফে তাবু চলচ্চিত্রের রূপালি পর্দায় নারীদের বয়স এবং পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। সম্প্রতি হার্পার'স বাজার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, বিনোদন জগতে নারীদের কাজের চেয়ে তাদের বয়সের দিকেই মানুষের নজর বেশি থাকে।

বলিউডে অভিনেত্রীদের ক্রমবর্ধমান বয়সের চাপ নিয়ে পঞ্চাশোর্ধ এই অভিনেত্রী বলেন, মানুষ নিজের বয়সের চেয়ে অন্যের বয়স নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করে।

কিছুটা বিদ্রূপের সুরেই অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'মানুষ আপনাকে আয়না দেখাতে চায়, যেন আপনার বাড়িতে কোনো আয়না নেই। যে মানুষটি বয়সের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সে তো আর রাতারাতি বুড়িয়ে যায়নি। আমরা প্রতিদিন এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই।'

তাবু মনে করেন, বয়স বাড়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের বারবার এটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়, যা এক ধরণের মানসিক চাপ তৈরি করে।

সাক্ষাৎকারে এই অভিনেত্রী ইন্ডাস্ট্রির প্রচলিত 'কূটনীতি' নিয়েও কথা বলেন। তিনি জানান, কোনো সিনেমার চিত্রনাট্য পছন্দ না হলে তাকে সরাসরি তা বলতে নিষেধ করা হতো। এর পরিবর্তে কৌশলী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হতো তাকে।

তাবু জানান, অনেকেই তাকে পরামর্শ দিতেন যেন চিত্রনাট্য খারাপ লাগলেও সরাসরি না বলে 'শিডিউল বা ডেট নেই' এমন অজুহাত দিয়ে সরে আসতে। তবে তিনি এই পদ্ধতির সঙ্গে কখনোই একমত হতে পারেননি। তিনি সোজাসাপ্টা কথা বলাতেই বিশ্বাসী।

তাবুর কথায়, 'আমার যদি চিত্রনাট্য পছন্দ না হয়, তবে সেটা পছন্দ নয়। আমি সরাসরি সেটাই বলে দেই।' সবশেষ এই অভিনেত্রীকে 'ভুত বাংলা' সিনেমায় দেখা গেছে।

বর্তমানে তিনি বেশ কিছু বড় প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তেলুগু সুপারস্টার নাগার্জুন আক্কিনেনির ১০০তম সিনেমা 'কিং ১০০'-এ কাজ করছেন 'দৃশ্যম' খ্যাত এই অভিনেত্রী। ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে পরিচালক নবীন কার্তিকের নতুন একটি প্রজেক্টেও শুটিং শুরু করেছেন।

হাজার মানুষের ভিড়ে একা রজনী, কেউ ফিরেও তাকায়নি তার দিকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্ত, যার এক ঝলক দেখতেই প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমায় লাখো মানুষ। সেই তারকাই এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন, যেখানে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে আধ্যাত্মিক গুরু রবিশঙ্করের আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন রজনীকান্ত। সেখানেই নিজের জীবনের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন তিনি।

রজনীকান্ত জানান, আশ্রমে যাওয়ার আগে তিনি ভেবেছিলেন, অন্য জায়গার মতো সেখানেও মানুষ তাকে ঘিরে ধরবে। তার ভাষায়, তিনি ধারণা করেছিলেন, উপস্থিত মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য আগ্রহী থাকবে।

কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি বলেন, শত শত মানুষের ভিড়ের মাঝেও কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়নি। এই অভিজ্ঞতাই তাকে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।

রজনীকান্তের ভাষায়, সেই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারেন, প্রকৃত স্টারডম কী। আশ্রমের পরিবেশ, সবুজ প্রকৃতি, সরোবর এবং প্রাণীদের মাঝে কাটানো সময়কে তিনি জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেন।

মজার ছলে তিনি আরও বলেন, সেখানে থাকা একটি ঘোড়ার নামও ছিল রজনী।

এক সময় বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে জীবন শুরু করা রজনীকান্ত আজ কোটি টাকার সম্পদের মালিক। এর আগেও সাধারণ জীবনযাপন, ইকোনমি ক্লাসে ভ্রমণ এবং মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মাধ্যমে তিনি তার বিনয়ী স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

'নো এন্ট্রি টু' থেকে সরলেন বরুণ, শাহিদ কাপুরকে নিয়ে নতুন আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'নো এন্ট্রি টু' ঘিরে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা শেষে জানা গেছে, এই প্রজেক্টে আর থাকছেন না অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান।

বর্তমানে নিজের আসন্ন ছবি 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বরুণ। এর মধ্যেই তার সরে দাঁড়ানোর খবর সামনে আসে।

প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, বরুণ ধাওয়ানের এই সিনেমায় যুক্ত থাকার খবরটি এখন আর সত্য নয়। তিনি পুরোপুরি অন্য কাজে মনোযোগ দিচ্ছেন।

বরুণের সরে যাওয়ার পর সিনেমাটির কাজ আপাতত স্থগিত থাকতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে একই সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় এসেছে অভিনেতা শাহিদ কাপুরের নাম।

বি টাউনের অন্দরের খবর অনুযায়ী, নির্মাতাদের সঙ্গে ইতোমধ্যে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন শাহিদ। তিনি সিনেমার মূল ধারণা শুনেছেন এবং শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য শুনতে পারেন। যদিও তার অভিনয় নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

এর আগে গত বছর এই সিনেমা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা ও গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ। সে সময় শিডিউল জটিলতার কারণ দেখিয়েছিলেন প্রযোজক বনি কাপুর।

তবে একাধিক তারকা সরে গেলেও সূত্র বলছে, অর্জুন কাপুর এখনো এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

২০০৫ সালে মুক্তি পাওয়া আনিস বাজমি পরিচালিত 'নো এন্ট্রি' বক্স অফিসে সুপারহিট ছিল। সেই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন সালমান খান, অনিল কাপুর, ফরদিন খানসহ আরও অনেকে।

বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা কাতারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে ৩৪ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে কাতার। কোচ হুলেন লোপেতেগি ঘোষিত দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ ও অভিজ্ঞদের মিশ্রণ।

প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ২০ বছর বয়সী লেফট-ব্যাক রাইয়ান আল আলি এবং ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া ২৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডার নায়াল ম্যাসন। দলে আছেন কাতারের নির্ভরযোগ্য তারকা আকরাম আফিফ ও গোলদাতা আলমোয়েজ আলি।

তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড সেবাস্টিয়ান সোরিয়া। আগামী বিশ্বকাপে মাঠে নামতে পারলে তিনি বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক আউটফিল্ড ফুটবলার হওয়ার রেকর্ড গড়তে পারেন। বর্তমানে এই রেকর্ডটি রয়েছে রজার মিলার দখলে। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে খেলতে

নামার সময় মিলার বয়স ছিল ৪২ বছর ৩৯ দিন। গত নভেম্বরে ৪২ বছরে পা দেওয়া সোরিয়া বিশ্বকাপে খেললে সেই রেকর্ড ভেঙে যাবে। গোল করতে পারলেও তিনি সবচেয়ে বয়স্ক গোলদাতার রেকর্ডটিও নিজের করে নিতে পারেন।

আসন্ন বিশ্বকাপে কাতারের গ্রুপে রয়েছে সহ-আয়োজক কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। মূল টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড ও এল সালভাদরের।

আগামী ১১ জুন মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী ৪৮টি দেশকে ২ জুনের মধ্যে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড জমা দিতে হবে। প্রতিটি দলে অন্তত তিনজন গোলরক্ষক রাখা বাধ্যতামূলক।

কাতারের প্রাথমিক বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: মাহমুদ আবুনাদা, শেহাব আল লিথি, মেশাল বারশাম, সালাহ জাকারিয়া।

ডিফেন্ডার: রাইয়ান আল আলি, আল হাশেমি আল হোসেন, আইয়ুব আল আলাউই, বাসাম আল রাউই, হোমাম আল আমিন, সুলতান আল ব্র্যাক, বোয়ালেম খুখি, নায়াল ম্যাসন, লুকাস মেন্ডেস, পেদ্রো মিগুয়েল, তারেক সালমান।

মিডফিল্ডার: করিম বৌদিয়াফ, আহমেদ ফাতহি, জাসেম জাবের, আব্দুল আজিজ হাতেম, ইসা লে, আসিম মাদিবো, মোহাম্মদ মানাই, তাহসিন মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ওয়াদ।

ফরোয়ার্ড: ইউসুফ আবদেলরিসাক, আকরাম আফিফ, আহমেদ আলাউদ্দিন, হাসান আল হায়দোস, আলমোয়েজ আলি, আহমেদ আল জানহি, এডমিলসন জুনিয়র, মোহাম্মদ মুনতারি, মোবারক শানান, সেবাস্টিয়ান সোরিয়া।

প্রথম জয়ের খোঁজে অভিজ্ঞদের নিয়ে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ওপর ভরসা রেখে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। বৃহস্পতিবার ঘোষিত এই দলে দেড় বছরের বেশি সময় পর জাতীয় দলে ফিরেছেন সেন্টার-ব্যাক টমি স্মিথ, তিনি সরাসরি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন।

এবারের দলে টমি স্মিথের পাশাপাশি আছেন অধিনায়ক ক্রিস উড। এই দুই অভিজ্ঞ ফুটবলারই দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছেন।

দলের কোচ ড্যানি হে স্কোয়াড নির্বাচনে অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তার দলে অর্ধেকের বেশি খেলোয়াড়ই জাতীয় দলের হয়ে ২৫টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন।

নিউজিল্যান্ড এর আগে মাত্র দুইবার বিশ্বকাপ খেলেছে, ১৯৮২ ও ২০১০ সালে। ২০১০ আসরে অংশ নেওয়া স্কোয়াড থেকে এবার দলে আছেন শুধু স্মিথ ও উড। সেই অভিজ্ঞতাই এবারের দলে বড় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

১৯৮২ সালের অভিষেক বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচেই হারলেও ২০১০ সালে তারা উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখায়। সেবার গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচেই ড্র করে তারা, যার মধ্যে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালির বিপক্ষে ম্যাচও ছিল।

'জি' গ্রুপে নিউজিল্যান্ডের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে ইরান, বেলজিয়াম এবং মিশর। ১৫ জুন ইরানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান।

দুইবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েও এখনো জয় পায়নি নিউজিল্যান্ড। তবে অভিজ্ঞতা ও নতুন পরিকল্পনার সমন্বয়ে এবার ভালো কিছু করার আশা করছে দলটি।

নিউজিল্যান্ডের ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

গোলকিপার: ম্যাক্স ক্রোকম্বে, অ্যালেক্স পলসেন, মাইকেল উড।

ডিফেন্ডার: টিম পেইন, ফ্রান্সিস ডি ভ্রিস, টাইলার বিন্ডন, মাইকেল বক্সাল, লিবারাতো কাকাস, নান্দো পিজনেকার, ফিন সুরম্যান, ক্যালান এলিয়ট, টমি স্মিথ।

মিডফিল্ডার: জো বেল, ম্যাট গারবেট, মার্কো স্টামেনিক, সরপ্রীত সিং, অ্যালেক্স রুফার, রায়ান টমাস।

ফরোয়ার্ড: ক্রিস উড (অধিনায়ক), এলি জাস্ট, কোস্টা বারবারুসেস, বেন ওয়েন, বেন ওল্ড, ক্যালাম ম্যাককাউয়াট, জেসি র‍্যাঁডাল, লাচলান বেলিস।

বিশ্বকাপে অভিষিক্তদের জন্য থাকছে বিশেষ 'ডেব্যু প্যাচ'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফুটবলারদের জার্সিতে নতুনত্ব আনছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। আসন্ন আসরে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলা ফুটবলারদের জার্সিতে যুক্ত করা হবে বিশেষ 'ডেব্যু প্যাচ'। পাশাপাশি সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জার্সিতেও থাকছে আলাদা পরিচয়ের নতুন প্যাচ।

ফিফার নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার যখন তার ক্যারিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে নামবেন, তখন তার জার্সিতে এই বিশেষ অভিষেক ব্যাজ থাকবে। তবে এটি কেবল সেই ম্যাচের জন্যই ব্যবহার করা হবে। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর জার্সি থেকে প্যাচটি সরিয়ে ফেলা হবে।

বিশ্বকাপ অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা। শুধু মাঠের মধ্যেই নয়, এর সঙ্গে জড়ানো হয়েছে ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক পরিকল্পনাও। সরিয়ে নেওয়া প্যাচগুলো সংরক্ষণ করবে মার্কিন বিপণন প্রতিষ্ঠান ফ্যানাটিকস। পরে সেগুলো বিশেষ সংগ্রহযোগ্য কার্ড হিসেবে বাজারে আনা হবে।

সংবাদমাধ্যম ফুট হাইলাইটস জানিয়েছে, ২০৩১ সাল থেকে ফিফার অফিসিয়াল অ্যালবাম ও সংগ্রহযোগ্য কার্ড তৈরির দায়িত্ব পাবে ফ্যানাটিকস। তখন এই 'ডেব্যু প্যাচ' সংবলিত বিশেষ কার্ড ফুটবলপ্রেমী ও সংগ্রাহকদের জন্য বাজারে ছাড়া হবে।

জার্সির নতুন নকশায় দলগুলোর ইতিহাস ও অর্জনকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগের বিশ্বকাপজয়ী দলগুলো তাদের জার্সিতে বিশেষ সোনালি প্যাচ ব্যবহার করবে। অন্যদিকে বাকি দলগুলোর জার্সিতে থাকবে বিশ্বকাপের সাধারণ লোগো সংবলিত প্যাচ।

এ ছাড়া প্রতিটি দলের জার্সির বাম হাতায় একটি বিশেষ সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বার্তাসংবলিত প্যাচ যুক্ত করার পরিকল্পনাও করেছে ফিফা। যদিও সেই বার্তার বিষয়বস্তু এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR